নাম: মো: আব্দুল হান্নান খান

জন্ম তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৬৭

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৫ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : বাংলাদেশ বিমান বাহিনী,
শাহাদাতের স্থান : ফরুল থানার সামনে স্টাফ কোয়ার্টার রোডে

শহীদের জীবনী

শহীদ মো: আব্দুল হান্নান খান ৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৭ সালে পাবনার এদ্রাকপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।পিতা মৃত সহিদুর রহমান খান, মাতা মৃত সাজেদা বেগম। শিক্ষাজীবন শেষ করেন পাবনাতেই।বিয়ের পর সস্ত্রীক ঢাকায় এসে চাকরি খুঁজতে থাকেন, পাশাপাশি টিউশনি করে পরিবারের খরচ বহন করেন।১৯৯৬ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি তিনি বিমানবাহিনীর মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস বিভাগে যোগদান করেন।মোটরকারসহ অন্যান্য ট্রান্সপোর্টে কোন সমস্যা হলে তাকে জানানো হতো।তিনি সেগুলোর সমস্যা সমাধানের জন্য তদারকি করতেন।
শহীদের ছেলে সাইফ আহমেদ একটি বেসরকারি মেডিকেলে অধ্যায়নরত।শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিমাসে ১০ হাজার টাকা টিউশন ফি-সহ মেস খরচ বাবদ আরো ৫ হাজার টাকা প্রয়োজন হয়।এছাড়া শহীদের মেয়ে সায়মা ক্লাস থ্রিতে পড়ছে, তার স্কুলের মাসিক বেতন ৩ হাজার টাকা।শহীদ আব্দুল হান্নান ভাড়া বাসায় থাকতেন।বাসা ভাড়া ও আনুসঙ্গিক খরচ মিলিয়ে প্রায় ১৪,৫০০ টাকা প্রদান করতে হয়।
শহীদ আব্দুল হান্নান পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন।তার বেতন ছিল ৩২ হাজার টাকা।এটা সরকারি জব হওয়া সত্ত্বেও ছিল অস্থায়ী।তাই পেনশনের কোনো সুবিধা তিনি পাবেন না।ওদিকে ছেলের শিক্ষাজীবন শেষ হতে এখনো ২ বছর বাকি।তার পড়াশোনাটাও যেন অনিশ্চিত হয়ে পড়লো।গ্রামের বাড়িতেও সম্পদ বলতে মাত্র ১৫ শতাংশ জমি আর একতলা একটি ছোট বাড়ি।বর্তমানে তাদের আয়ের কোনো উৎস নেই।শহীদের পরিবার নতুন এক জীবনে প্রবেশ করলেন।যে জীবন কঠিন সংগ্রামের।
ঘটনার বিবরণ
৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬ টায় আব্দুল হান্নান খান বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ইমার্জেন্সি ডিউটি শেষ করে বাসায় ফেরার সময় ছেলের মোবাইলে কল করেন।তিনি বাসার কাছে মেইন রোডে আসেন এবং ছেলেকে আসতে বলেন।উদ্দেশ্য একসাথে বাজারে যাওয়া।ছেলে সাইফ আহমেদ বাইরে এলে তাকে বাইকে নিয়ে বাজারের দিকে রওয়ানা হন।তারা কাফরুল থানার সামনে স্টাফ কোয়ার্টার রোডে পৌঁছলে অস্ত্রধারী পুলিশের মুখোমুখি হন।তাদের দেখে একজন পুলিশম্যান চিৎকার করে বলছিল, “তোরা রাস্তায় নেমেছিস কেন?”
পুলিশ অস্ত্র তাক করে তাদের দিকে এগোচ্ছিল।সাইফ ভয় পেয়ে বাইক থেকে নেমে পাশে বাসের আড়ালে হাত উঁচু করে দাঁড়ায়।আব্দুল হান্নান বাইক ঘুরাতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় গুলির শব্দ হয়।গুলি তার নাভির নিচে বাম পাশে লেগে পেছন দিক থেকে বেরিয়ে যায়।তিনি তখন চিৎকার দিয়ে বলেন, “সাইফ, গুলি মেরে দিছেরে!”
গুলিবিদ্ধ আব্দুল হান্নানের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যায়।শেষ সময়ে শুধু বড়ো বড়ো শ্বাস নিচ্ছিলেন।রাস্তায় কোনো গাড়ি নেই।দিশেহারা ছেলে আহত পিতাকে নিয়ে সেখানেই ১০-১৫ মিনিট অপেক্ষার পর একটি সিএনজি পায়।হসপিটালে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সব শেষ।কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
শহীদের ছেলে সাইফ আহমেদ খান বলেন, “আমার বাবার শাহাদাতের স্বপ্ন ছিল।তিনি সবসময় দোয়া করতেন আল্লাহ যেন তাকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করেন।আমি আমার বাবার একমাত্র ছেলে।তিনি আমার বন্ধুর মতো ছিলেন।আমি শুধু আমার বাবা হারাইনি একজন বন্ধু হারিয়েছি, একটি ছায়া হারিয়েছি। আমি ঘুমের মধ্যে বাবার চিৎকার শুনে জেগে উঠি।সরকারি মেডিকেলে চান্স না হওয়ায় আমি চিন্তিত ছিলাম।বেসরকারি মেডিকেলের খরচ নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিলাম।আমার বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলেন, বলেছিলেন আমি আছি না।আমি মাগরিবের নামাজের সময় বাবাকে সবথেকে বেশি মিস করি। আমরা একসাথে বাসায় নামাজ পড়তাম।এখন হঠাৎ করে পাশে তাকিয়ে দেখি বাবা নাই।আমার ডাক্তার হওয়া আমার বাবার স্বপ্ন ছিল।এখন তা আমার শপথ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
নাম : মো: আব্দুল হান্নান খান
জন্ম তারিখ : ৩১.১২.১৯৬৭
জন্মস্থান : এদ্রাকপুর, সাথিয়া, পাবনা
পেশা : চার্জ হ্যান্ড
কর্মরত প্রতিষ্ঠান : মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস (বিমান বাহিনী)
আহত হবার স্থান : কাফরুল থানার সামনে
শহীদ হবার স্থান : কাফরুল থানার সামনে
আঘাতের ধরন : পেটে গুলিতে জখম
আক্রমণকারী : পুলিশ
আহত হবার সময় ও তারিখ : সন্ধ্যা ৬:৪৫ মিনিট; ৫ আগস্ট ২০২৪
শহীদ হবার সময় ও তারিখ : সন্ধ্যা ৭:০০ মিনিট; ৫ আগস্ট ২০২৪

শহীদের কবরস্থান (জিপিএস লোকেশনসহ) : এদ্রাকপুর গোরস্থান,পাবনা।২৩.৯৬৫০১১□ঘ, ৮৯.৫৯৫৯৫৯
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : এদ্রাকপুর, ইউনিয়ন : কাশিনাথপুর, থানা : সাথিয়া, জেলা : পাবনা
বর্তমান ঠিকানা : মহল্লা : মুক্তিযোদ্ধা পল্লী, এলাকা : ঢাকা পিটিআইয়ের সামনে, মিরপুর ১৩
থানা : কাফরুল, জেলা : ঢাকা
পরিবার সংক্রান্ত তথ্য
পিতা : মৃত মোঃ সহিদুর রহমান খান
মাতা : মৃত সাজেদা বেগম
স্ত্রী : মোছা: সেলিনা বেগম, বয়স: ৪৩, পেশা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা: গৃহিণী, দশম শ্রেণি
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ৩ জন
পরিবারের অন্যান্য সদস্য
ছেলে: সাইফ আহমেদ খান, বয়স: ২২ বছর, পেশা: শিক্ষার্থী ঢাকা কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ (৪র্থ বর্ষ)
মেয়ে: সায়মা আক্তার সিনথিয়া, বয়স: ৯ বছর, পেশা: শিক্ষার্থী বি এ এফ শাহীন কলেজ (৩য় শ্রেণি)
পরামর্শ
১. ছেলেমেয়ের পড়াশোনার খরচ বহন করা দরকার
২. শহীদের পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা করা দরকার